Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 369–377
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলার সংস্কৃতি ও ভগিনী নিবেদিতা

নন্দিতা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : nray86102@gmail.com

Keyword
নিবেদিতার বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, একাত্মবো্‌, তাঁর লেখায় যথার্থ প্রতিফলন, ভারতে নারী শিক্ষা।

Abstract
ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজি নিয়ে এসেছিলেন ভারতে নারী শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। কিন্তু দরিদ্র, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার পাশাপাশি নিবেদিতা সমাজের নানা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ভারতের প্রকৃতি, ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, নানা অনুষ্ঠান, এবং ভারতে নারী সমস্যার দিকগুলি যেমন নিজে স্বচক্ষে দেখলেন তেমনি তাঁর নানা গ্রন্থের মধ্যে সেগুলিকে তুলে ধরলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তিনি অবহেলিত, ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও পুরাণকে বিশ্বদরবারে একটি উচ্চ আসন দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

লোকসংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা ধারা। প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর এও একটি পরিবর্তনশীল অথচ নির্দিষ্ট ধারা আছে যার মধ্য দিয়ে একটা জাতির জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়। নিবেদিতা প্রথমে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নাটক ইত্যাদি পাঠের মধ্য দিয়ে যে লোকায়ত ভারতবর্ষকে অনুধাবন করেছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে লোকজীবনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে একদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং সেগুলিকে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকেও লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে তুললেন।

ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী ও গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায় যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং উচ্চতর শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধারা যে ভারতীয় জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তা নিবেদিতার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান, নিবেদিতা তাকেও আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতবর্ষে চিরকাল লোকসাহিত্য উচ্চতর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নিবেদিতার লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যধারার এই সম্পর্কটি ধরা পড়েছে।

ভারতীয় আত্মাকে, ভারতবর্ষের সত্তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় জীবনধারার লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেই ভারতীয় মৌল সংস্কৃতির রূপ লুকিয়ে আছে। তাঁর 'Studies from an Eastern Home' গ্রন্থে বাংলাদেশের কয়েকটি উৎসবের বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি দোলযাত্রা,

জন্মাষ্টমী, সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা ও রাসপূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসবের বর্ণনা করেছেন। এই উৎসবগুলি সাধারণ লোকের উপর কীরকম প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এই গ্রন্থে প্রত্যেকটি উৎসবের মূলে যে পৌরাণিক বৃত্তান্ত আছে তা তিনি দেখিয়েছেন।

নিবেদিতার আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'The Web of Indian Life'. এই গ্রন্থে ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি পৌরাণিক কাহিনিতে বিধৃত ও সমৃদ্ধ। নিবেদিতা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলি- যেমন পুরাণ, সামান্য লোকশিল্প, লোকগাথা ইত্যাদি সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। ভারতবর্ষের নদনদী, পাহাড়পর্বত, গ্রাম-জনপদ, তার প্রভাত, তাঁর গোধূলি, তাঁর নৈশনিস্তব্ধতা, তাঁর জনপ্রবাহ, ভিক্ষুক, তীর্থযাত্রী, অসহায় নরনারী সকলেই তাঁর ভারতসন্ধানের পথে এসেছে এবং এই পথের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতবর্ষকে চিনেছেন। ভারতীয় নারীর ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতা নিবেদিতাকে যেমন মুগ্ধ করেছে তেমনি নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় নারীরাই ভারতীর সংস্কৃতিকে কিভাবে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছেন।

Discussion

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই আমা দের দেশে নব্য শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষ যখন সামাজিক কল্যাণের জন্য নিবেদিত প্রাণ, ঠিক সেই সময়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের মাটিতে পা রাখলেন এক আইরিশ দুহিতা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভারতবাসীর কল্যাণের মহান ব্রত যাপনের সংকল্পকে পাথেয় করে তিনি হয়ে উঠলেন ভারতসেবায় নিবেদিত প্রাণ নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী নিয়ে এসেছিলেন ভারতে নারী শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। কিন্তু দরিদ্র, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার পাশাপাশি নিবেদিতা সমাজের নানা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রকৃতি, ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, নানা অনুষ্ঠান, এবং ভারতে নারী সমস্যার দিকগুলি যেমন নিজে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তেমনি তাঁর নানা গ্রন্থের মধ্যে সেগুলিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তিনি অবহেলিত ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও পুরাণকে বিশ্বদরবারে একটি উচ্চ আসন দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, মন্দিরের ঘন্টাধ্বনিতে, কারখানার কলের শব্দে, কৃষকের লাঙ্গল চালনায় যদি কান পাতা যায় তবে শোনা যায় এক ধ্বনি- সেই ধ্বনিরই অনুরণন হয়েছিল ভারত-ভারতীর চরণকমলে নিবেদিত প্রাণ নিবেদিতার অন্তরাত্মায়। যুগ যুগ ধরে নানা ধরণের সংমিশ্রণ, নানা পরিবর্তন, ওঠা-পড়া, টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে জাতিকে চলতে হয়; কিন্তু সকল উত্থান-পতনে, ঘাত-প্রতিঘাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আবহমান কাল ধরে ফল্গুধারার মতো জাতির জীবনে চলতে থাকে। জাতিগত সেই মৌলিক সুরটি হলো সংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা ধারা। প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর এও একটি পরিবর্তনশীল অথচ নির্দিষ্ট ধারা আছে যার মধ্য দিয়ে একটা জাতির জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়। স্বামীজী ভারতীয় লোকায়ত সংস্কৃতি ও শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির দুটি ধারাকে সার্থকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, ভারতীয় জীবন যাত্রার ধারা তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার বছরের জীবনচর্চার প্রবাহের মধ্য দিয়ে। সেখানে স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল– 'যে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত।' তাই স্বামীজী তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর আলোচনার মধ্যে সবসময় ভারতীয় জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে উপস্থিত করতেন।

নিবেদিতা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে স্বামীজীর মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেও সে দেখা ছিল তাঁর প্রাথমিকভাবে দৃষ্টির উন্মোচন। এই সময়টি নিবেদিতার জীবনে লোকসংস্কৃতির উন্মেষপর্ব। পরবর্তী জীবনে নিবেদিতা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নাটক ইত্যাদি পাঠের মধ্য দিয়ে যে লোকায়ত ভারতবর্ষকে অনুধাবন করেছিলেন তা হচ্ছে তার বিকাশ পর্ব। আর নিবেদিতা তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে লোকজীবনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে একদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং সেগুলিকে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকেও লোকায়ত

জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে তুললেন সেটিকে বলা যেতে পারে তাঁর জীবনের লোকসংস্কৃতির পরিণতি পর্ব। তাই নিবেদিতা বলেছেন—

> "এমন একটি শক্তি ও গতির উৎস নিশ্চয় আছে, যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনগণের সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের পথ দেখিয়েছে এবং রঞ্জিত করেছে। সে উৎস পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে। এই হল সেই চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, যার থেকে নানা ভাষা যেন পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর মতো জন্ম নিয়েছে।"[১]

ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী ও গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায় যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং উচ্চতর শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধারা যে ভারতীয় জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তা নিবেদিতার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান, নিবেদিতা তাকেও আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতবর্ষে চিরকাল লোকসাহিত্য উচ্চতর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নিবেদিতার লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যধারার এই সম্পর্কটি ধরা পড়েছে।

ভারতীয় আত্মাকে, ভারতবর্ষের সত্তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি তাঁর গবেষণার দৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি দাঁড়িয়ে আছে যেমন লোকসংস্কৃতির ভিত্তিমূলে তেমনি তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণির ধর্মীয় ভাবনা এনং ধর্মনৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের একটি গভীর মিশ্রিত রূপ যুক্ত হয়ে আছে। ভারতীয় জীবনধারার লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানগুলির তিনি এই মৌল সংস্কৃতির রূপ লক্ষ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের অন্তর্লোকের মধ্যে যারা প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই কেবলমাত্র বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণের ভিতর দিয়েই যে তারা সার্থক করে তুলেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষের যে সুবৃহৎ আত্মা, তা কেবল এই সকল লিখিত ধর্ম এবং শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ নয় বরং কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে নানাভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাই তার পরিচয় পেতে অনেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তার সন্ধান করেছেন। নিবেদিতাও ভারতবর্ষের কেবলমাত্র বেদ-উপনিষদ, মন্দির-মসজিদের মধ্যে দিয়েই দেখলেন না, সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়েই তা প্রত্যক্ষ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা কেবলমাত্র শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে ভারত এবং ভারতবাসী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেননি বলেই মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত গভীর এবং আন্তরিক হতে পেরেছিলেন। নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃত বিশেষত্বটি বুঝতে পারা যায় না। খাওয়া দাওয়া চলাফেরা দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করা এর মধ্যে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু জাতির উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে জাতির বিশিষ্ট পরিচয়টি সহজেই ধরা পড়ে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষকে নিবিড়ভাবে জানতে পেরেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'Studies from an Eastern Home' গ্রন্থে বাংলাদেশের কয়েকটি উৎসবের বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা ও রাসপূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসবের বর্ণনা করেছেন। এই উৎসবগুলি সাধারণ লোকের উপর কীরকম প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এই গ্রন্থে প্রত্যেকটি উৎসবের মূলে যে পৌরাণিক বৃত্তান্ত আছে তা তিনি দেখিয়েছেন। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য নিবেদিতার কাজের প্রশংসা করে বলেছেন—

> "বাংলার লোকোৎসবকে নিবেদিতা কেবল মাত্র বাহির হইতেই দেখেন নাই, ইহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার ভাবনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী দৃষ্টির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি কেবলমাত্র ভাবুক ছিলেন না, যুক্তিবাদী বিচারকও ছিলেন; একইভাবে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতিটি মর্মকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"[২]

নিবেদিতার আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'The Web of Indian Life'. এই গ্রন্থের 'The setting of the wrap', 'The Eastern Mother', Of the Hindu woman as wife', 'The Indian Sagas' প্রবন্ধগুলির মধ্যে নিবেদিতা ভারতের প্রকৃতির পাশাপাশি ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি দেশের সভ্যতা- সংস্কৃতি পৌরাণিক কাহিনিতে বিধৃত ও সমৃদ্ধ। সংস্কৃতির দৃঢ়ভিত্তিস্বরূপ এবং ক্রমবিবর্তনের ধারা পথের সাক্ষ্য

বহন করে পুরাণ। নিবেদিতা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলি- যেমন পুরাণ, সামান্য লোকশিল্প, লোকগাথা ইত্যাদি সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। নিবেদিতা সেই সময় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, রাতের অবসরক্ষণে ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে কথা- কাহিনির আসর বসে বা রাতের বেলা গ্রামে গ্রামে চন্ডীমন্ডপে পাঠ হয় পুরাণ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর মানুষ নিশ্চিন্তে বসে আনন্দিত মনে শোনে নিজের দেশের সংস্কৃতির কথা। সে সব কথা-কাহিনি অবসর বিনোদনের পাশাপাশি তাঁদের মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করে তুলত। এর মধ্যে তিনি ভারতীয় জীবনযাত্রার সৌন্দর্য, বিশেষত ভারতীয় পরিবারের নারীর মর্যাদা এবং তাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ ও মহত্ব বর্ণনা করেন। নিবেদিতার ভারতবর্ষ বর্তমানের দীনদরিদ্র ভারতবর্ষ, তারই অন্তরালে তার বিচিত্র রূপ, তার আপাত অনুর্বর মাটিতে অতীতের মহিমার স্পর্শ, ভবিষ্যতের শষ্যের সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় নিবেদিতা তাঁর এই মর্মটিকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন-এই সাহিত্যের মধ্যে থাকবে অতীতের বাণী, বর্তমানকে তা রূপান্তরিত করবে, আর তাঁর মধ্যে নিহিত থাকবে ভবিষ্যতের আশা। এই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কালপ্রবাহে ভাসমান অনন্ত ভারতীমূর্তিটিকেই নিবেদিতা সন্ধান করেছেন। এই সন্ধানে যা কিছু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র বলে মনে হতে পারে, নিবেদিতা তাকেও বাদ দেন নি, কারণ কে বলতে পারে ভারতজীবনের কোন সত্যটি তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে। ভারতবর্ষের নদনদী, পাহাড়পর্বত, গ্রাম-জনপদ, তার প্রভাত, তাঁর গোধূলি, তাঁর নৈশনিস্তব্ধতা, তাঁর জনপ্রবাহ, ভিক্ষুক, তীর্থযাত্রী, অসহায় নরনারী সকলেই তাঁর ভারতসন্ধানের পথে এসেছে এবং এই পথের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতবর্ষকে চিনেছেন।

ভারতবর্ষের গোধূলি নিবেদিতার চোখে কত সহজ, অথচ কত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ভারতীয় কবিদের কাব্যে গোধুলির রমণীয়তার কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু গোধূলি শুধুই রূপমুগ্ধ কবির দর্শনের বস্তু নয়, তা ভারতীয় সাধন সঙ্গীতে এক আধ্যাত্মিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে, আলো থেকে অন্ধকারে, এক জীবন থেকে অজানিত অন্য জীবনে ঝাঁপিয়ে পরার মুহূর্ত। নিবেদিতা দুটি সত্যকেই গ্রহন করেছেন।

নিবেদিতার রচনায় গোধূলির মত ভারতবর্ষের রাত্রিগুলিরও অপরূপতা ধরা পড়েছে 'The setting of the Wrap' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে রাত্রের সৌন্দর্য ও ভারতীয়দের জীবনে এর গুরুত্ব তিনি উপস্থাপিত করেছেন-

> "ভারতীয় রাত্রিগুলিকে কখনো ভোলা যায় না। বিশাল, গভীর, অন্ধকার; বিরাট কোমল নক্ষত্রের আলো এক আকাশ দীপ্তিতে জ্বলে, কাঁপে, দূর পথচারী কোনো রাত্রীর মুশাফিরের কণ্ঠের ঈশ্বরের নামে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায় কিংবা শূন্য প্রান্তরে প্রহরে প্রহরে শৃগালের দীর্ঘস্থায়ী ডাক শোনা যায়; চাঁদের আলোও যেন তালগাছগুলির পাতায় নিস্তব্ধে কথা কয়, কৃষ্ণছায়া ফেলে। সেই গভীর 'কৃষ্ণরাত্রি' যেন তাঁর চেয়েও সুন্দর সমস্ত বস্তু অন্ধকারে অবলুপ্ত সত্তা ও তাদের মৌনতা চিত্তের উপরে এক বিশাল মাতৃত্বের অনুভব বয়ে আনে।"[৩]

শুধু গোধূলী ও রাত্রি নয়, সেই রাত্রির তারাগুলিও নিবেদিতার ভারতসন্ধানে সহায় হয়েছে । পৃথিবীর সব দেশে কোন সুদূর অতীত থেকে তাদের নিয়ে মানুষ ভেবেছে, গল্প লিখেছে, কবিতা লিখেছে। ভারতবর্ষের মানুষ বিচিত্র কাহিনি সৃষ্টি করেছে নক্ষত্রগুলিকে নিয়ে। সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, শুকতারা সবই এই গল্পের সূত্রে গাঁথা। কিন্তু ভারতবর্ষের মনে যে তারাটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সে ধ্রুবতারা। এই তারাকে নিয়ে পৃথিবীর নানাদেশে গল্প সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু ভারতবর্ষের গল্পটি একটি বালকের ঈশ্বরের জন্য একাগ্রতার কাহিনি। নক্ষত্রের পাশাপাশি নিবেদিতার রচনায় এসেছে পাহাড় ও নদীর কথা - এই দুইই ভারতবর্ষে শুধু প্রাকৃতিক খেয়ালের বস্তু নয়, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে গাঁথা। হিমালয় শুধু নাগাধিরাজ নয়, তা দেবাত্মা। শুধু দেবাত্মা ও ধর্মের সঙ্গেই তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নয়, কত ভারতীয় কাব্যকাহিনিরও উৎস হিমালয়। নিবেদিতা ইতিহাসের দূর প্রান্ত থেকে অনুসুন্ধান করতে চেয়েছেন কেন হিমালয় ভারতবর্ষের মনে এত গভীর প্রভাব ফেলেছে।

'The Indian Sagas' প্রবন্ধে কেমন করে ভারতের মহাকাব্যকাহিনির জন্ম হয়েছে এই অনুমান করতে গিয়ে নিবেদিতা 'গোধূলি' কালের অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে ভারতীয় জীবনের চিত্র খুঁজে পেয়েছেন তিনি। তিনি সন্ন্যাসীদের জীবনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন ভারতের পৌরাণিক কাহিনিগুলি কীভাবে প্রবাহমান কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে —

> "দক্ষিণের গভীর ও দ্রুত অন্ধকারের চেয়ে উত্তরের দীর্ঘস্থায়ী গোধূলি এই ধরণের কাহিনীর বিকাশের উপযোগী। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের ভ্রাম্যমান কথকদের চারিদিকে সন্ধ্যের সময় দালানে বা আঙ্গিনায় গোল হয়ে বসেছে মানুষ, মেয়েরা ঝরোখার আড়ালে, ঘন্টার পর ঘন্টা তার মুখে শুনেছে মনোহরণ কাহিনী।"[৪]

'The Eastern Mother', প্রবন্ধে নিবেদিতা প্রাচ্য দেশীয় জননীর আদর্শ, জাতীয় জীবনে নারীর স্থান এবং প্রাচ্য নারীর বর্তমান সমস্যাগুলিকে আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহান আদর্শকে ভারতবাসীসহ পাশ্চাত্যবাসীদের সামনে তুলে ধরেছেন। নিবেদিতা দেখিয়েছেন প্রাচ্য জননীর সেই ছবি-যার এক হাতে রয়েছে সন্তান, অবগুণ্ঠণে সে অর্ধেক আবৃত, অর্ধেক উন্মুক্ত। এই হিন্দু জননীর ললাটের সেই মহিমাময়ী পবিত্রতা বা দৃষ্টির সেই সৌকুমার্য অসাধারণ ও অতুলনীয়। এছাড়াও এই প্রবন্ধের মধ্যে সন্তান ও জননীর নির্মল সুসম্পর্ক সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন এবং ভারতীয় জীবনে এর প্রভাব বর্ণনা করেছেন।

তাঁর Footfalls of Indian History, The Web of Indian Life গ্রন্থ দুটিতে তিনি ভারতীয় সামাজের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন। নিবেদিতার মননে সর্বদাই অবস্থান করত ভারতবর্ষ। আর ভারতসংস্কৃতি ছিল তাঁর হৃদয়ে শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তবুও নিবেদিতার লেখায় বিশ্লেষণ, চিন্তন বা বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতা কখনই লোপ পায়নি। আর সে কারণেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গির দিক- পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ভারতীয় মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন আত্মশ্রদ্ধাবোধ। 'The web of Indian Life'-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই লিখেছেন—

> "নৈর্ব্যক্তিক কারণে নিবেদিতা নিজেকে উচ্চাসনে বসিয়ে উদাসীন না হয়ে আমাদের সঙ্গে আমাদের মত জীবনযাপন করেছেন। জাতিগতভাবে আমাদের বিশেষ কিছু সীমাবদ্ধতা ত্রুটি আছে এবং তাঁর সন্ধান পেতে একজন বিদেশীর বিরাট কোন অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানাচ্ছেন, এসব ত্রুটি নিশ্চয়ই নিবেদিতার নজর এড়ায়নি। কিন্তু তিনি অধিকাংশ বিদেশীর মত কোন সর্বজনীন ধারণা করেননি, বরং তাঁর ব্যাপক বোধসম্পন্ন মন এবং ভালোবাসায় ভরা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি থাকায় আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির রূপের আড়ালে ক্রিয়ারত সৃজনশীল আদর্শটি তিনি দেখতে পেয়েছেন। অতীতের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ এবং সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলার আত্মাকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন।"[৫]

নিবেদিতা সমস্ত অন্তর দিয়ে বাংলার লোকজীবনের মর্মকথাটি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। যে গ্রামীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে বাঙালি সংস্কৃতি তার মহিমা বিস্তার করেছে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে নিবেদিতা তাকে ভালোবেসেছেন। চণ্ডীপাঠ, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতির প্রতি তার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বোসপাড়ার বাড়িতে কয়েকদিন ধরে চণ্ডীপাঠ ও কথকতার ব্যবস্থা করে তিনি পল্লীর মেয়েদের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন করে এনেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন তেমনি তাদের সঙ্গে একত্রে এগুলির মর্মগত আবেদনকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় গড়ে উঠেছিল। দীনেশচন্দ্রের কাছে কীর্তন ও আগমনী গান শোনার আগ্রহে গায়কের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করতেন। বাংলা সাহিত্য বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ রচনা হিসাবে নিবেদিতার Kali The Mother গ্রন্থের 'Ramprosad' নিবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। কবিসাধক রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি সাধকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে অভিহিত করেছেন। প্রেম, বেদনা অথবা বীরত্বের খন্ডরূপকে সাধারণের মনোরঞ্জনের উদ্দ্যেশে সুন্দর করে প্রকাশ করাই তো কবির কর্তব্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সাধকের জীবনের নিগূঢ় অনুভূতির সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হলে তার কাব্যের যথার্থ আস্বাদন সম্ভব নয়। বাঙালি পাঠকের কাছে রামপ্রসাদের কাব্যের যতই মূল্য থাকুক না কেন ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন প্রকৃতির পাঠকের কাছে তার আবেদন সম্পর্কে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। নিবেদিতা সে সম্পর্কে সচেতন। তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যে- সংস্কৃতির পটভূমিকায় কবির বিকাশ সেই সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে কবিকে বোঝা যায় না। সেই কারণেই রামপ্রসাদের কাব্যবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় জীবন ও ধর্মের মূল তত্ত্বটি পরিস্ফুট করেছেন। এই রচনায় নিবেদিতার ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যাদর্শ ও সৌন্দার্যানুভূতির সংমিশ্রণ এবং উপলব্ধির ঐকান্তিকতা লেখিকার সাধক ও কবি মূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলে।

রামপ্রসাদের কাব্যের সহজ সরল সুরটি নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছে, নিবেদিতার মতে রামপ্রসাদ ভিন্ন জগতের আর কোন মহৎ কবির সমগ্র প্রতিভায় শিশুর অন্তর আকুতি এভাবে প্রকাশ পায়নি। মাতা- সন্তান সম্পর্কের পটভূমিকায় ঈশ্বর ও মানবের বিচিত্র লীলা নিবেদিতার চিত্তের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সহজ অথচ মাধুর্যময় সাধনা 'Kali the Mother' গ্রন্থের মূল উপাদান। মাতৃবন্দনার যে বিচিত্র সম্ভারে রামপ্রসাদ বাংলার সাহিত্য ও সাধনার পরিপুষ্টিসাধন করেছেন তার মর্মগ্রাহী আলোচনা তিনি এই প্রবন্ধে করেছেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের লেখায় আমরা পাই, কত সাধারণ ঘটনা থেকে নিবেদিতা কত গভীর দর্শন উপলব্ধি করতেন। 'শূন্যপুরাণ' থেকে একটি কবিতা শুনে নিবেদিতা আবেগে উচ্ছ্বসিত। কারণ, কবিতাটিতে আছে- ভক্ত তাঁর নিজের ভাল-মন্দের কথা ভুলে গিয়ে শিবকে বলেছে- কেন সে ভিক্ষা করে খায়, চাষ করতে পারে না? বা বাঘছাল কেন পরে, কার্পাস বুনলে তো কাপড় পরতে পারত! নিবেদিতা ভক্তের এই আত্মবিস্মৃতিতে বিস্মিত। নিজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা না করে ভগবানের দুঃখে দুঃখী হওয়া- এ একমাত্র ভারতবাসীর পক্ষেই সম্ভব। এখানকার মানুষের এই স্বাভাবিক আত্মবিস্মৃতি বা ত্যাগের মধ্যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে দেখেছেন তিনি।

ভারতবর্ষের যা কিছু নিবেদিতার মনে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হল ভারতীয় নারীর জীবন ও চরিত্র। ভারতবর্ষের বেদ, পুরাণ,ইতিহাস ও সাহিত্যে নারীর গৌরবময় পরিচিতি লিপিবদ্ধ আছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীর স্থান প্রত্যেক ভারতবাসীর পরিচিত। বিশ শতকের শুরুতে যখন আমরা পাশ্চাত্য নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাবলম্বন, কর্মশক্তি প্রভৃতির কথা পড়ে, শুনে ও দেখে আমরা যখন তুলনায় আমাদের মাতা, বোন, কন্যাদের শিক্ষাভাব, ভীরুতা, কোমলতা ও কুসংস্কারের কথা ভেবে লজ্জায় মাথা নত হয়েছিল এবং তাদের ঘর থেকে বের করে তাদেরকে পাশ্চাত্য নারীর অনুকরণে সাজাতে সচেষ্ট ছিলাম তখন নিবেদিতা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন—

> "হাজার হাজার বৎসরের সরলতা ও সহিষ্ণুতা ভারতীয় নারী চরিত্রে কেন্দ্রীভূত। ভারতীয় নারীর ধৈর্য এবং কল্পনাশক্তিই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গঠিত করিয়াছে এবং করিবে। ভারতীয় নারীর জীবন ভারতের মৃত্তিকা হইতে উদ্ভুত একটি মনোরম কবিতা বিশেষ। পাশ্চাত্য সমাজ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে সংহতি এবং একতা হারাইয়াছে, ভারতে তাহা এখনো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, প্রধানত এই দেশের নারীর জন্য।"[৬]

নিবেদিতা ভারতীয় নারীদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেষ্টনীতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের নারীর বিশেষ পটভূমিকা দেখতে পেয়েছিলেন। আমাদের দেশের ধর্ম, দর্শন, নীতি, কাব্য এবং শিল্পকলার মহান ঐতিহ্যে ভারতীয় নারীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা, হৃদয়াবেগ, মমতা, আদর্শ -সকলই দাঁড়িয়ে আছে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। নিবেদিতা তাঁর নানা রচনায় ভারতীয় নারীকে যেভাবে সমর্থন ও বন্দনা করেছেন আমাদের মা, বোন, কন্যা, বধূদের প্রতি একটি নূতন শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান জাগিয়ে দিয়েছেন।

হিন্দু রমণীকে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে গঙ্গাকে নমস্কার, গঙ্গাজলস্পর্শ, আবার গঙ্গায় নেমে গভীর প্রীতিভরে ভগবানের নাম করতে করতে স্নানের দৃশ্য দেখে ভগিনী নিবেদিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বের সময় শত শত বিদেশী পর্যটক হিন্দুদের বিশেষ অনুষ্ঠানে গঙ্গা বা পুণ্য নদী বা পুকুরে স্নান করার বিষয়টিকে নিছক কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারেনি। বিদেশীদের বই ও পত্রিকাতে হিন্দুদের নদী-স্নানরূপ ভক্তির অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুদের এই নদীভক্তির সার্থকতা বুঝেছিলেন। তিনি তাঁর 'The Web of Indian Life' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি গঙ্গা, যমুনা এবং হিন্দুর দৃষ্টিতে পবিত্র এবং অন্যান্য নদীর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার গভীর সম্বন্ধের তথ্য আলোচনা করেছেন। এই নদীগুলিকে একটি ব্যক্তিত্ব দিয়ে দেবতা হিসেবে ভাবনার পিছনে নিবেদিতার মতে হিন্দুদের কোনও জাতীয় দুর্বলতা বা কুসংস্কার তো নেইই বরং আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে হিন্দুজাতির একটি স্বাভাবিক অনাবিল সংযোগের প্রেরণা এবং হিন্দু মনের প্রকৃতিগত অধ্যাত্মবোধ। তিনি বলেছেন—

> "হিন্দুদের একটি চলিত কথা-' সন্ধ্যাবন্দনা না করিয়া আহার করা যায় না, স্নান না করিয়া পূজা করা চলে না' নারীরা বিশেষভাবে পালন করেন। সেইজন্য তাঁহাদের দিন আরম্ভ হয় প্রত্যুষে নদীতে স্নান করিয়া। ভোরের অন্ধকারে তাঁহারা সঙ্গিনীগণসহ নদীর ঘাটে উপস্থিত হন। এই স্নান তাঁহাদের নিকট শুধু একটি শরীরকৃত্য নয়, ইহা একটি মানসকৃত্যও বটে। দেহের শুদ্ধির সঙ্গে মনের নির্মলতা সম্পাদনাও তাহাদের স্নানের লক্ষ্য।"[৭]

ভারতের নারীর মাতৃমূর্তি নিবেদিতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ভগিনী নিবেদিতার মতে সমগ্র ধর্ম সংস্কৃতির সাহিত্যে ও চিত্রকলায় যিশু জননী মেরীর যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা প্রাচ্যদেশের জননীরই চিত্র। ভারতে সন্তান ও মাতার মধ্যে যে নিঃস্বার্থ আকর্ষণ, স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা নেই। নিবেদিতা বলেছেন, শিল্পী র‍্যাফেলের অঙ্কিত সিস্টিন গীর্জার যে প্রসিদ্ধ ম্যাডোনার কথা আমরা জানি, তা বাম হাতে শিশুকে ধরে ঘোমটাপরা সাধারণ বেশভূষায় দাঁড়ানো হিন্দু তরুণী মাতার পবিত্র স্নেহময়ী মূর্তির কাছে দাঁড়াতে পারে না। ভারতের সন্তান যতই বড় হোক, মাতার কাছে সে চিরকালই শিশু। নিবেদিতার মতে এই বিষয়টি মানুষকে দুর্বল করে না, বরং তাকে একটি মহান আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে। মায়ের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তিই হিন্দু মনে পরমেশ্বরের বিশ্বপ্রসারী মাতৃভাবে সমুন্নীত করে। তাই নিবেদিতা বলেছেন-

> "এমনি একটি উদ্বেল ভালোবাসা যাহা কখনো আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, এমন একটি আশীর্বাদ যাহা চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এমন একটি সান্নিধ্য যাহা হইতে আমরা কখনও দূরে যাইতে পারি না, এমন একটি হৃদয় যেখানে আমাদের অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা, অগাধ মাধুর্য, অচ্ছেদ্য বন্ধন, অমলিন চিরশুভ্র শুচিতা- ইহাই হিন্দুর মাতৃমহিমা।"[৮]

নিবেদিতা নিজের বিশেষ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে নানা ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করেছিলেন 'Cradle Tales of Hinduism'নামে পুস্তকটি। এটি ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের আখ্যায়িকাগুলির অসাধারণ বর্ণনা, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। প্রাচীন কাহিনিগুলি থেকে ও সৃষ্টি রহস্য থেকে ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃতি বিধৃত হয়। সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের যে ধারাপথ আঁকা হয়ে থাকে পুরাণ তারই সাক্ষ্য বহন করে। ছোটবেলা থেকে এই পুরাণ কাহিনির মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হই। এই পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনায় ব্রতি হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতবর্ষকে জানার আগ্রহে নিবেদিতা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উৎসাহি। এই উৎসাহ নিয়েই তিনি এই পুরাণ কাহিনিগুলি পাঠ করেছিলেন। বিদেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ বস্তুটিকে নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন এই পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে। উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সাবিত্রী ও সীতা- এই দুই মহীয়সীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন। নিবেদিতা পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনা করার সময় গ্রীক, রোমান পুরাণ থেকে তুলনামূলক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তাঁর নিজের দেশের পুরাণের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই তিনি ভারতের পুরাণের গভীরে যেতে পেরেছেন। ইউরোপীয় লোকগাঁথায় নিবেদিতার যেমন জ্ঞান ছিল, তেমনি তিনি মর্ম ছুয়েছিলেন ভারতবর্ষের পুরাণের। তাই মনে হয়েছে, সীতা, মা-মেরীর মতোই মহীয়সী এবং আদর্শ নারীরূপে ভারতের লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা। নিবেদিতা 'Cradle tales of Hinduism' -এর ভূমিকায় লিখেছেন—

> "The Mahabharata may be regarded the Indian national sagas, but the Ramayana is rather the epic of Indian womanhood. Sita to the Indian conciousness, is its central figure"[৯]

সাবিত্রির চরিত্র নির্মাণ করতে একনিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা ছাড়া স্বাধীনভাবে তাঁর সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানলাভ এবং সাধুসঙ্গে পরম জ্ঞান ও আশীর্বাদ লাভের ইচ্ছাকে নিবেদিতা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার অনুপম সতী চরিত্র ও যশোধরার কাহিনি বর্ণনা করে ভারতসংস্কৃতির মূল অন্বেষণ করেছেন তিনি। ভারতসংস্কৃতি যেন তাঁর কাল-মথিত অমিয়ধারা বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত ও সিঞ্চিত করেছে এই অনড়, অতুলনীয় নারীচরিত্রগুলির মধ্যে- যা প্রজ্ঞাময়ী নিবেদিতাকে বিস্মিত করত।

ভারতীয় মেয়েদের সংযম, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ নিবেদিতার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার বস্তু। কারণ এগুলি হল সংস্কৃতির ভিত। দরিদ্র গ্রাম বাংলার মহিলাদের শিষ্টাচার দেখে মুগ্ধ নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন ভারতসংস্কৃতির মূল কথা। বন্যাকবলিত বরিশাল পরিদর্শনে গিয়ে নিবেদিতা বন্যার্ত দীন -দরিদ্র মানুষগুলির ব্যবহারের সৌজন্যের যে চিত্রটি তিনি দেখেছিলেন তা তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল।বোটের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধভুক্ত মহিলারা একসময় মার্জিত ভঙ্গিতে অনুরোধ করেছে- 'আপনারা খাচ্ছেন না কেন? আপনারা খান।' প্রিয় অতিথির সুখে এরা আত্মবিস্মৃত হয় তাঁর স্পষ্ট ছবি নিবেদিতার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

ভারতে আগমনের পূর্বে শিশুদের কীভাবে সঠিক শিক্ষা দেওয়া যায় তার উপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। নিবেদিতা যখন ভারতে এসে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খুললেন তখন তাদের পাঠ দিতে গিয়ে তিনি এমন সব

কাহিনির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, যে কাহিনিগুলির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা থেকে সুস্থ চিন্তার বিকাশ সুসম্পন্ন হয়। একটি নারীমনকে বা শিশু মনকে সুগঠিত করতে গেলে যেসব উপাদানগুলি প্রয়োজনীয় তা পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে আছে। আমাদের অবাক হতে হয় একজন বিদেশী হয়ে, ভিন্ন দেশ সংস্কৃতিতে পালিত হয়েও ভগিনী নিবেদিতা কি নিপুণভাবে ভারতের প্রাণবস্তুটিকে ধরতে পেরেছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামী, চৈতন্যানন্দ (সম্পাদিত) : ভারতচেতনায় নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-০০৩, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ১৪২৫, পৃ. ৬৪৯
২. ঘোষ, বারিদবরণ : 'নিবেদিতা বন্দনা', সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা ২০১৭, পৃ. ৩২৫
৩. রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার (সম্পাদিত) : কালোত্তীর্ণা নিবেদিতা, গোলপার্ক, কলকাতা-০২৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১৯৫-১৯৬
৪. তদেব, পৃ. ১৯৬
৫. স্বামী, চৈতন্যান্দ (সঙ্কলক ও সম্পাদক) : 'ভারতচেতনায় ভগিনী নিবেদিতা', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-০০৩, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২৫, পৃ. ৬৩
৬. The Complete Work of Sister Nivedita, vol-2, Advaita Ashrama, kolokata-014, fifth Reprint october 2012, pp-52-53
৭. Ibid, p. 5
৮. Ibid, p. 23
৯. স্বামী চৈতন্যানন্দ (সম্পাদিত) : ভারতচেতনায় নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-০০৩, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ১৪২৫, পৃ. ৬৪৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা : 'ভগিনী নিবেদিতা', সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭
২. প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা : 'অসামান্য পত্রলেখিকা নিবেদিতা', শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দু : 'ভারত -উপাসিকা নিবেদিতা', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৫
৪. বসু, কাঞ্চন (সম্পাদনা) : 'নিবেদিতা সমগ্র', রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রন জানুয়ারি ২০০১
৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ : 'নিবেদিতা লোকমাতা' (১ম -৪র্থ খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
৬. রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার (সম্পাদিত) : কালোত্তীর্ণা নিবেদিতা, গোলপার্ক, কলকাতা-০২৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৮
৭. সরকার, সরলাবালা :'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি', সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ ১৪২০
৮. সেনগুপ্ত, পূর্বা, 'ভারতপ্রাণা নিবেদিতা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৫
৯. স্বামী চৈতন্যান্দ (সঙ্কলক ও সম্পাদক) : 'ভারতচেতনায় ভগিনী নিবেদিতা', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২৫
১০. স্বামী তেজসানন্দ : 'ভগিনী নিবেদিতা', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৩১ তম পুনর্মুদ্রন পৌষ, ১৪২৪

English book :

1. The Complete Work of Sister Nivedita, vol-2, Advaita Ashrama, kolokata-014, fifth Reprint october 2012, pp-52-53